আজকের কাগজ

তারিখ 19 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লায় নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

মোতাহার হোসেন ঃ চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড স্থাপন হতে না হতেই পুনরায় কুমিল্লায় নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। জনৈক মন্ত্রী স্থানীয় কতিপয় সরকারি আমলা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ খবর লোকমুখে প্রচারিত হওয়ায়, নগরীর সর্বস্তরের জনতার মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপে এ চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্রমতে, প্রাথমিকভাবে শিক্ষাবোর্ড স্থাপন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে যে ভবন আসবাবপত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারি প্রয়োজন তার কিঞ্চিৎ এখানে বিদ্যমান নেই। একইভাবে এ জন্যে প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে কোন সরকারি, আধা-সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারির জন্যে নির্ধারিত আবাসিক বাড়ি-ঘর নয় সরকারি অফিসেই স্থাপন করতে হবে। শিক্ষাবোর্ড-এর কার্যালয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, বর্তমান জেলা প্রশাসকহীন স্বার্থে এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শহরের কেন্দ্রস্থলে বহু সুপরিসর সরকারি ভবন খালি থাকা সত্ত্বেও সরকারি আবাসন পরিদফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসিক বাড়ি এবং নগরীর ক্রাইমজোন হিসেবে খ্যাত ৯৮, আমবাগান একটি ছোট্ট দ্বিতল বাড়ির ক্ষুদ্র কুঠরীতে বোর্ড কার্যক্রম স্থাপন করেছেন। অথচ শহরের বিভিন্ন স্থানে ৪০ নন্দনকান, একটি হাউস কোতোয়ালির মোড়ে পরিত্যক্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, পাহাড়তলীতে পরিত্যক্ত অফিস আগ্রাবাদে কোয়ালেটি কন্ট্রোল অফিস এ অনায়াসে বোর্ড অফিস করা যেতো। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান জেলা প্রশাসক কুমিল্লার অধিবাসী। তাই বোর্ড এর জন্যে উপযুক্ত নয় এমন জায়গায় বোর্ড স্থাপন করে মূলত পুনরায় বোর্ডকে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে করার ষড়যন্ত্রই করছেন।

এদিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কার্যালয় আমবাগান থেকে স্থানান্তর এবং আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবিতে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে। এসব দাবি অবিলম্বে বাস্তবায়ন না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে পরিষদ নেতারা। একই সঙ্গে দুর্নীতিবাজ জেলা প্রশাসকের অপসারণের দাবিও করা হয়েছে পরিষদ থেকে।